প্রকাশ : ১৮ জুলাই ১৯৬০

প্রচ্ছদপট : শ্রী মলয় কুমার দে

মুদ্রক : বি, এস প্রিন্টার্স
৯০/এ, পূর্ব সিঁথি লেন,
কলিকাতা-৩০

ভূমিকা

আমি কোনদিন লেখক বা কবি ছিলাম না। জীবনে কোনদিন গল্প কবিতার একটি শব্দও আমার হাত দিয়ে লেখা হয় নি। আমার স্ত্রীর মৃত্যু আমাকে করেছিল স্তব্ধ। প্রতিদিনের মত সেদিনও তাকিয়েছিলাম স্ত্রীর ছবির দিকে। দুচোখে নেমেছিল জলের ধারা। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। তার নীরব ভাষা আমাকে বলছে "মনের বেদনা দূর কর, তা না হলে তুমি পাষান হয়ে যাবে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে তা সম্ভব। সে বলল, "বেদনাকে ভাষায় প্রকাশ কর ; তাহলেই দেখবে মন তোমার অনেক হাল্কা হয়ে গেছে।" সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি লিখলাম— "বেদনার অশ্রুলিপি।" এ আধুনিক কবিতা বা গান নয়। এ হচ্ছে এক থেমে যাওয়া প্রাণের অনুলিপি। মনের যত ব্যথা, বেদনা, অশ্রু, ভালবাসা, অভিমান, সুর, গান যা কিছু আছে সব ঢেলে দিয়েছি এই কবিতা বা গানের মধ্যে। বক্তব্য বিষয় এক। তাকে নানা ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ করেছি। যদি আমার এই কবিতা ও গান পড়ে পাঠক-গণের মনে আমার মর্মবেদনার এক কণাও স্থান পায় তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে। আর যদি ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে তাহলে তারা যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

সূচীপত্র

কবিতা — পৃষ্ঠা

কবিতা	পৃষ্ঠা

কবিতা	পৃষ্ঠা

কবিতা পৃষ্ঠা

ইন্দ্রপতন

দশ মাস দশ দিন মাতৃ গর্ভে থাকি
একদিন আসিনু ধরায়।
মাতা মোর স্নেহ করি
মুখে ধরে সুধাভাণ্ড তার।
জন্মপরে ষষ্ঠদিনে লিখিল ললাটে
বিধাতা পুরুষ।
ক্রোড়ে করি মাতা মোর কাটাইল
বিনিদ্র রজনী।

দিন যায়, ক্ষণ যায়, বছর চলিয়া যায়,
বাড়ে শিশু এই ধরাধামে,
মা আমার চেয়ে থাকে তৃষিত নয়নে।

ক্রমে ক্রমে মার স্নেহে বাড়িলাম আমি,
কত ঝড় ঝঞ্ঝা হতে মাতা মোর রক্ষিল আমারে।

বিদ্যালয় পাঠশেষে জিজ্ঞাসি তাহারে,
আমি কি হয়েছি বড় ?
মাতা কহে হাঁসি মুখে, বেঁচে থাক রহ সুখে,
কর তুমি কাজ কারবার।

যৌবন আসিলে পরে, সাথী পাইবার তরে
চিত্ত মোর হইল অস্থির,
অবশেষে একদিন মিলিল সাথীর সন্ধান।

বরবেশে যাইলাম আনিবারে তারে,
পরাইল সে মম গলে কুসুমের মালা,
চারি চক্ষুর হইল মিলন।

অতীত জীবন ছাড়ি, আসিল সে মম সাথে
ভাগ্য তার মিলাতে আমাতে।

মহা আড়ম্বর মাঝে, শুভকর্ম সারি,
বসিল সে ফুলশয্যা পাশে।
কহিলাম নানা কথা সারা নিশি জাগি।
আদর সোহাগে তার ভরাইয়া মন,
বাঁধিলাম আলিঙ্গন পাশে।
সোহাগ চুম্বন মোর
আঁকি দিনু ললাটে তাহার,
কলকণ্ঠে উছলিয়া ধরাদিল সে হৃদয়ে আমার ।।

পঞ্চম বর্ষপরে আসিল এক নবজাতক
পুত্ররূপে আলো করি মোর প্রিয়ার অঙ্কেতে।
পূরন হইল মাতৃত্ব তার, পেয়ে সেই জাতকেরে।
কিছুকাল পর জন্মিল কন্যারত্ন তার,
মাতৃ হৃদয় হইল পুরন।

একসাথে পালে সে নির্বিকারে
পুত্রেরে কন্যারে, সর্বসুখ দিয়া বিসর্জন ।
বহু কষ্টে, বহু যত্নে, মানুষ করিল তার,
সন্তানেরে সে ।

অবশেষে একদিন পাঠাইল শশুরালয়ে
কন্যারে তাহার, আঁখি জল ফেলি।

জীবনের মধ্যাহ্নে আসি দেখেছিল সুখের স্বপন,
স্বামী পুত্র লয়ে মহা সুখে কাটাইবে সারাটি জীবন
কে জানিত মহাকাল আসিতেছে চুপি চুপি,
গ্রাসিতে তাহারে ।

হঠাৎ অসুস্থ দেখি প্রিয়ারে আমার,
শায়িত হইল সে রোগ শয্যাপরে।
ডাকিলাম রাজবৈদ্য, সেবিলাম তারে অতি সযতনে।
প্রিয়া মোর শীর্ণ হতে শীর্ণতর হইল শয্যাতে।

মানিলাম দেবতারে, বক্ষরক্তে পূজিব তোমারে,
ফিরায়ে দাও আমার প্রিয়তমারে।
এক বিন্দু টলিল না পাষান দেবতা,
শূন্যহাতে ফিরিলাম প্রিয়ার শয্যাতে।

অবশেষে এক দিন পূর্ণিমা প্রভাতে,
কালের করাল ছায়া পড়িল তাহাতে,
জোর করি কাড়ি নিল মোর বাহু হতে,
নারিলাম রক্ষিতে তাহারে।

ভেঙ্গে মোর পঞ্জর দুখানি,
প্রিয়া মোর চলি গেল জনমের মত
মোর বক্ষ হতে॥
লেলিহান অগ্নিশিখা নিশ্চিহ্ন করিল
তারে এই ধরা হতে॥

অদৃষ্টের পরিহাস

আজি হতে দুই যুগ আগে, দাঁড়ানু আসি রাজপথে,
পাইবারে প্রিয়ার ঠিকানা।

কেহ বলে কানে কানে, চলি যাও ঐ খানে,
মিলিবে তাহার নিশানা।

ধেয়ে যাই তীর বেগে, পাই যদি আগে ভাগে,
প্রিয়ারে আমার।

প্রিয়া মোর ফুল সাজে, বসি আছে সভা মাঝে,
বরমাল্য করেতে তাহার।

তারে দেখি হিয়ামাঝে, কত যে পুলক জাগে,
বাহু ডোরে বাঁধিবার আশে।

শেষে তারে জয় করি, গৃহে ফিরি ত্বরা করি,
তাহারে লইয়া পাশে পাশে।

সারা নিশি ধরি জাগি, কত কথা বলি ভাবি,
প্রিয়ার সকাশে।

কিছু যে হল না বলা, নিশি যে করিল ছলা,
সূর্য্যদেব উঠিল আকাশে।

একে একে দিন যায়, ক্রমে ক্রমে বর্ষ যায়,
এক সুত্রে বাঁধি গেল মোদের জীবন।

কখন ভগ্নীরূপে, কখন মাতারূপে, কখন বা প্রিয়ারূপে,
দেখা দিল বধুর নয়ন।

মোরে ছাড়া এ জীবনে, অন্য কিছু নাহি জানে,
কাটাইল দিন গুলি সুখ ও স্বপনে।

সোনার সংসার তার, ফুলে ফলে ভারে ভার
আত্মীয় স্বজন তার গুনগান করে।

এ ভব সংসার মাঝে মিত্র ছাড়া কিছু না যে,
এসেছে তাহার জীবনে।

সদা জাগ্রত মনে, সঁপি দিছে নিজেকে সে
কর্ত্তব্য পালনে।

মহা সুখে কেটেছিল মোদের জীবন,
হঠাৎ ঘন মেঘে ছাইল গগন।
বিধাতার অভিশাপ অর্পিল তাহাতে
রুদ্ধ করি মম হৃদয়, চলে গেল এ জগৎ হতে,
আর ফিরিল না॥

তার দিনপঞ্জিকার একটি পাতা

একদিন তুমি পড়িও বসি
আমার শেষের কবিতা খানি,
যখন আমি থাকব না পৃথিবীতে,
অতি সযতনে লেখা আছে
জীবনের লিপিকাতে।

আনন্দ ভালবাসার সিঁড়ি বেয়ে
একদিন গিয়েছিলাম
তোমার মনি কোঠায়।

সেদিন ছিল না মনে ভয়,
ছিল মনে আশা করিবারে জয়।
কত বিপদ পদ দলিত করি
অগ্রসর হয়েছিলাম আমি,
সেতো জানিতে একমাত্র তুমি।

কত স্বপ্ন বাসনা কামনা ঝরে ঝরে
পড়েছিল মিলনে আমার,
এসেছিলে তুমি তুলে নিতে মোরে
জীবনের বিপদসঙ্কুল পথ হতে
সাথী করিবারে তোমার।

তোমার দৃঢ় বাহু বন্ধনে বেঁধেছিলে আমাকে.
হৃদয়াবেগে নিয়েছিলে বুকে,
প্রেমালিঙ্গনে এঁকে দিয়েছিলে
ওষ্ঠে মোর সুমধুর এক চুম্বন।
ছাড়াতে পারিনি আমি
সে প্রেম বন্ধন।

বাতায়নে বসি রাজপথ পানে
তাকিয়ে থাক,
মনে ভাবি প্রিয় মোর
ঐ আসে [illegible]ক।

দূর হতে দেখে প্রিয়তমকে,
হৃদয় আমার উদ্বেলিত হত আনন্দে,
উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হত প্রতি ধমনীতে
ছুটিয়া যাইতাম আমি তাহারে নিমন্ত্রিতে।

দুই হস্ত প্রসারিত করি,
প্রিয়তমকে আমার বক্ষে ধরি,
জুড়াইতে মন জ্বালা ঢেলে দিতাম
যা আছে সঞ্চিত আমার
দ্বিধা না করি।

নানা ফুলে ও গন্ধে সজ্জিত করিতাম
আমি মম ঘর খানি,
বসাইয়া ফেনিল শয্যাতে,
সেবিতাম চরন দুখানি।

কত স্নেহে তুলে নিতো বক্ষে তার
প্রিয়তম মোর না করি চিন্তন।
কত আদরে ভরাইত সে আমার
পিপাসিত মন।
দেখিয়া তাহারে সার্থক হইত মোর
তৃষিত নয়ন।
সারা নিশি জাগি,
করিতাম আলাপন
তাহার সনেতে

বাতায়ন পথে চাঁদ আসি
উঁকি দিত চুরি করি
চাহিত শুনিতে :

অবশেষে ক্লান্ত মোর, প্রানের ঠাকুরে,
শোয়াইতাম শয্যাতে আমার,
গানে গানে ভরাইতাম মন
সুখ আবেশে বন্ধ হত তাহার নয়ন।

যেন শান্ত সৌম্য সৈনিক প্রবর,
সব ভাবনা সঁপি দিয়ে মোরে,
বিশ্রাম করিছে গভীর বিশ্বাসে।
ঊর্দ্ধমুখী দেহখানি তার
ওঠা নামা করিতেছে ঘন নিঃশ্বাসে।

ঘুমন্ত মুখখানি তার
দেখেছিলাম প্রহর ধরিয়া,
নিশি জাগ ক্লান্তি নেমেছিল
চোখেতে আমার,
জানিনা কখন যে ঘুমঘোরে
পড়েছিলাম বক্ষেতে তাহার।

পাখি কলরবে ঘুম ভেঙ্গে যায়,
দেখি প্রিয়তম মোর,
অকাতরে ঘুমায় তখনো
দুইহাতে আমারে আঁকড়ি।
ঘুম ভাঁঙ্গাইতে তার
মনে কষ্ট বোধ করি।

কিন্তু বেলা যে যায়।
অতি সযতনে ডাকি তারে—
বেলা হল, ওঠ
চল যাই করিতে যুদ্ধ,
সংসার সমরাঙ্গন মাঝে॥

গান

জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়

জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়
আমারে ফেলিয়া রাখি,
তুমি চলে গেছ দূরে বহুদূরে
স্মৃতিটুকু শুধু রাখি।

জানি কোনদিন তুমি
আসিবেনা ফিরে,
তোমারই স্মৃতি শুধু
থাকিবে আমারে ঘিরে।
তুমি চলে গেছ দূরে বহুদূরে
স্মৃতিটুকু শুধু রাখি।

ক্ষমা কোরো মোরে যদি না ভুলিতে পারি
তোমার সে দুটি আঁখি,
জীবনের শেষ পাথেয় হিসাবে
শুধু তারে ধরে রাখি।
তুমি চলে গেছ দূরে বহুদূরে
স্মৃতিটুকু শুধু রাখি॥

ফিরে এসো এসো ফিরে

ফিরে এসো এসো ফিরে,
তব লাগি বক্ষ মোর ভাসে অশ্রু নীরে
ফিরে এসো, এসো ফিরে।

যদি বলে যাও মোরে
কেন তব এত অভিমান,
আনিতে ফিরায়ে তোমা
জীবন করিব আমি দান।
ফিরে এসো, এসো ফিরে
কোরো নাকো অভিমান॥

যদি চলে যাবে ছিল তব আশা,
কেন দিয়েছিলে এত ভালবাসা,
কেন রেখে ছিলে হৃদে
হবে যদি অবসান।
আনিতে ফিরায়ে তোমা
জীবন করিব আমি দান।
ফিরে এসো, এসো ফিরে
কোরো নাকো অভিমান॥

পঁচিশ বছর আগে

পঁচিশ বছর আগে,
এসেছিলে তুমি আমার জীবনে
ফুলমালা লয়ে হাতে।
বেঁধেছিলে মোরে তব প্রেমডোরে
খেলেছিলে মোর সাথে:।

উজাড় করিয়ে দিয়েছিলে তুমি
যতছিল তব প্রেম,
মিটেছিল মোর তৃষিত পরান
পেয়ে নিকষিত হেম।

রেখেছিনু তোমা হৃদয় মাঝারে
দিয়েছিনু ভালবাসা,
না মিটিল হায় আমার জীবনে
সকল মনের আশা ॥

পঁচিশ বছর পরে,
হঠাৎ আসিয়ে দেখা দিল মেঘ
আমাদেরই সুখ নীড়ে,
শক্ত বাঁধনে সে নীড় বাঁধিনু
ঝড়ে যেন নাহি ছিঁড়ে।

কিন্তু হায়,
শমন আসিয়ে কাড়ি নিল তোমা
আমার হৃদয় ছিঁড়ি,
উল্কার বেগে তোমারে ছিনায়ে
দিল বহুদূর পাড়ি ॥

তুমি যদি না এতদূরে যেতে

তুমি যদি না এত দূরে যেতে,
পেতাম যদি তোমায় আরো কাছেতে
তাহলে তোমায় আমি ধরে রাখিতাম
আমারই বুকের মাঝেতে।

এত ব্যাথা দিয়ে গেলে তুমি,
সে তো আর সহিতে পারিনা আমি,
তোমারই সে মুখখানি শুধু
ভা সে নয়নের মাঝে।
তাইত তোমারে আমি
ভুলিতে পারিনা কোন কাজে।

বলিতাম আরো কথা
যা আছে মনেতে
তুমি যদি না এত দূরে যেতে।

না — যেওনা — চলে — যেওনা

না যেও না—চলে যেওনা,
আমাকে ফেলিয়া রাখি
চলে যেওনা।
তুমি তো জানগো প্রিয়া মনে মনে,
তুমি ছাড়া কিছু নাই মোর জীবনে।
তুমি যদি চলে যাও
আমারে ফেলি,
কেমনে কাটাব
বাকি দিনগুলি।

তবু যদি চলে যাও
কোন কারনে,
ধরিয়া রাখিব তোমা
মম স্মরনে॥
দিবা নিশি সহিতেছি মন যাতনা,
না যেওনা — চলে যেওনা —।

তুমি ছিলে আমিও ছিলাম

তুমি ছিলে, আমিও ছিলাম
আজ তুমি নাই, তাই আমিও নাই

সে দিনের কত কথা
মনে পড়ে আজ,
ভাবিতে পাইনা আমি
মনে কোন লাজ।

আমাদের যে সুখনীড়
বেঁধেছিনু দুজনে,
বুঝিতে পারিনা আমি
ভাঙ্গিল সে কেমনে।

মনে হয় তুমি যদি
আসগো ফিরে,
আবার বাঁধিব নীড়
ধীরে ধীরে॥

হিসাব পাইনা ভেবে
কি যে করেছিলাম,
তুমি ছিলে—আমিও ছিলাম।

যে দিন জীবনে তুমি

যে দিন জীবনে তুমি
আসিলে গো মম প্রিয়া,
সেদিন ভাবিনি আমি
শূন্য হবে যে হিয়া।

পারিতাম জানিতে যদি
তব মন সাধ,
মিটাতে ছিলনা মম
কোন অবসাদ।

তাইত বলিগো প্রিয়া
এসো ফিরে,
আবার মিলব মোরা
এই খেলাঘরে।

ভাঙ্গিতে দিবনা কভু
এই খেলাঘর,
ধরিয়া রাখিব মোরা
তাকে নিরন্তর॥

দুঃখ আমার শেষ করে দাও

দুঃখ আমার শেষ করে দাও
মুছে দাও এ দুটি নয়ন,
আর তো পারিনা সহিতে এ ব্যাথা
আসিবেনা কি মরণ ।।

কত ব্যাথা আর সহিব জীবনে
বলে যাও বলে যাও,
দয়া করে মোর অনুরোধ রাখ
তুলে নাও তুলে নাও ।
দুঃখ আমার শেষ করে দাও
মুছে দাও এ দুটি নয়ন ।।

থেক না ফিরায়ে ঐ মুখখানি
ফিরে দেখ একবার,
ও মুখ দেখিয়া উতল চিত্ত
শান্ত হোক আমার ।
তোমার জন্য বসে আছি একা
অধীর হয়েছে মন,
দুঃখ আমার শেষ করে দাও
মুছে দাও এ দু'টি নয়ন ।

খেলাঘর মোদের ভেঙে গেছে আজ

খেলাঘর মোদের ভেঙে গেছে আজ
মহাপ্রলয়ের আঘাতে,
কেমনে গড়িব সেই ঘর খানি
পুনরায় মোরা দোঁহেতে।

তুমি চলে গেছ করে গেছ মোরে
বড়ই শক্তিহীন,
কেমনে গাঁথিব সেই ঘর খানি
আমি যে বড়ই দীন।

আসিলে ফিরিয়া এই খেলাঘরে
লইয়া প্রেমের থালি.
আবার বাঁধিব এই খেলাঘর
থাকিবেনা চোরাবালি।

যতই প্রলয় আসুক আবার
ঠেকাব তাহারে দুহাতে,
খেলাঘর মোদের ভেঙে গেছে আজ
মহাপ্রলয়ের আঘাতে।

শূন্য এ বুকে প্রিয়া মোর আজ

শূন্য এ বুকে প্রিয়া মোর আজ
ফিরে এসো ফিরে এসো,
ভালবাসা দিয়ে হৃদয় ভরিয়ে
একটিবার কাছে বোসো ।

কতদিন আর কাটাইব বল
তুমি ছাড়া এ ভুবনে,
তাইতো তোমায় শুধাই আমি যে
আসিতে আমার গহনে ।

আবার যদি গো ফিরে আস তুমি
ভরিয়ে দেব তোমারই মন.
হৃদয় আমার উজাড় করিয়ে
আছে যত মোর সুপ্ত ধন ।

আসার সময় অনুরোধ মোর,
ফেলে যাওয়া মন
নিয়ে এসো,
শূন্য এ বুকে প্রিয়া মোর আজ
ফিরে এসো ফিরে এসো ।

তুমি কোথায় তুমি কোথায়

তুমি কোথায়, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়।
কোথায় গেলে পাব বল
তোমার ঠিকানা,
সাথে নিয়ে যাব,
যত আছে মোর
প্রেমের বেদনা।

প্রেমের বাঁধনে বেঁধেছিল তাজে
সম্রাট শাজাহান
আমারও প্রেমে তোমারে বাঁধিব
তুমি যে আমার নূরজহান।

ভাসাব তোমায় সারাটি জীবন
প্রেমের সাগরে,
যেমন ভাসে রাজহংসী
নীল সরোবরে।

প্রেমমালা যেগো শুকায়ে যায়,
তুমি কোথা ওগো বলনা,
কোথায় গেলে পাব বল
তোমার ঠিকানা।

এসো গো এসো গো মম প্রান সখি

এসো গো এসো গো মম প্রানসখি,
তৃষিত আঁখি ভরে তোমারে দেখি।

খুলিয়া প্রানের যত লাজ বসন,
হৃদয় মন্দিরে তব পেতেছি আসন।

বোসোগো বোসোগো প্রিয়া ঐ আসনে,
আজিকে সাজাব তোমায় রাগ বসনে।

তৃষিত আঁখি মোর উঠুক ভরে,
রাখিব তোমাকে শুধু মনেতে ধরে।

অনুরোধ তুমি ওগো যেওনা চলে,
আমার সনে দুটো কথা না বলে।

নীরব কেন তবে আসিবেনা কি ?
এসোগো এসোগো মম প্রান সখি।।

ওগো মোর প্রিয়তমা

ওগো মোর প্রিয়তমা,
চলে গেছ তুমি জনমের মত,
রেখে গেছ স্মৃতি খানি।
জানিতে না পারি
ঐ স্মৃতি তব
কেমনে ভুলিব আমি।

যে দিকে তাকাই দেখিতে যে পাই
ব্যথাভরা এই গেহ,
কে বলিবে হায়, কে দেখিবে মোরে,
এ জগতে নাহি কেহ।

আমারে বুঝিতে, আমারে দেখিতে,
একজনই শুধু পারে,
সে ভাবনা মিছে, সে কামনা মিছে,
সে যে এখন ভবপারে।

তোমার যাবার বেলার মুখখানি

তোমার যাবার বেলার মুখখানি,
আমার চোখেতে,
যেন ঘুমিয়ে ছিলে শয্যা পরে,
মৃত্যু নহে রে।

সত্য যাহা সত্য তাহাই,
চির সত্য হয়,
মিথ্যা দিয়ে দেখলে সে কি,
মিথ্যা কভু হয়।

ঘুম বলে ভ্রম করেছিলাম,
সে দিন সকালে,
ভাবিনি তো চলে যাবে তুমি,
এত অকালে।

ধরে রাখতে তোমায় পারিনিতো,
আমার বুকেতে,
জোর করে কেড়ে নিয়েছিল,
নিঠুর জনেতে।

তাদের কাছে ভিক্ষা ছিল,
তোমায় ফেরাতে,
বলেছিলাম, ঘুমিয়ে ছিলে শয্যাপরে,
ওযে মৃত্যু নহেরে।

আমার ভালবাসা শুধু নিয়ে যাও প্রিয়া

আমার ভালবাসা শুধু নিয়ে যাও প্রিয়া,
আর কিছু আমি চাহিনা ।
এ জগতে যাহা সব কিছু মিছে,
তুমি ছাড়া কারো চিনি না।

তুমি ছিলে মোর হৃদয়ের রানী,
এ জীবনে শুধু তোমাকেগো চিনি
যাহা কিছু ছিল দিয়েছিনু তোমা,
আর দিতে কিছু পারিনা।

মিনতি আমার কাছেতে তোমার,
আর কিছু তুমি চেওনা।
আমার ভালবাসা শুধু নিয়ে যাও প্রিয়া,
আর কিছু আমি চাহি না।

তুমি সুখে থাক সব ব্যাথা থাকুক আমার

তুমি সুখে থাক।
সব ব্যাথা থাকুক আমার,
সুখ হোক একাই তোমার।

একদিন ফাগুন রাতে,
যে ফুল দিয়েছিনু হাতে।
এক ঝড়ের হাওয়াতে,
সেই ফুল ঝরে গেছে প্রাতে।

ঝরা ফুল কুড়াব আবার,
যদি কভু দেখা পাই তোমার।
সেই ঝরা ফুলে গেঁথে মালা,
পরাব তেমার গলায়,
আবার যদি আস গো তুমি,
আমার জীবন বেলায়॥

যে দিন এই দিন শেষ হয়েছিল

যেদিন, এই দিন, শেষ হয়েছিল,
সেই দিন, এই কথা, মনে হয়েছিল।

তুমি চলে গেছ, তাই
আমিও তো যাব,
দেওয়া নওয়ার সবকিছু,
হিসাব মিলাব।

শূন্যতা ভরে যায়
মিলনে আবার,
সে দিন আসিবে কি
জীবনে আমার ?

কেন তবে কল্পনায়
ভরিয়ে হৃদয়,
মনে এত ব্যাথা পাই
দিয়ে পরিচয়।

তোমার একটু দেখা
পাইবার তরে ।
আমার এদের আশা মনে ভরিয়ে।

তোমারে রাখিতে ধরে
মন চেয়েছিল।
যে দিন, এই দিন,
শেষ হয়েছিল।

প্রিয়তমা ওগো সেই সুখদিন বুঝিবা বিফলে গেল

প্রিয়তমা ওগো,
সেই সুখদিন মোর
বুঝিবা বিফলে গেল।
তুমি বিহনে তাহা, কেমনে কাটিবে বল।

যাবার বেলায় নিয়ে গেছ সব,
দিয়ে গেছ শুধু ভাষা,
তাইতো আজিকে লেখনী আমার,
মেটায় মনের আশা।

কাহারে দেখাব, কাহারে শোনাব,
তুমি তো কাছে তে নাই,
নিজেকে দেখাই নিজেকে শোনাই,
যাহা কিছু লিখে যাই।

যদি কোন দিন,
দেখা পাই তব,
দেখাব রচনা মোর।
রচনা দেখিতে,
নিশি পোহাইবে,
রজনী হইবে ভোর।

তুমি ছাড়া আজ,
মনের বেদনা,
কাহারে জানাব বল।
প্রিয়তমা ওগো,
সেই সুখ দিন মোর,
বুঝিবা বিফলে গেল।

কত কথা তোমায় বলেছিনু আমি

কত কথা তোমায় বলেছিনু আমি,
শুনে শুনে ওগো হও নাই তুমি ক্লান্ত।
তবে কেন আজ
শুনিছ না কিছু,
হয়ে গেছ এত শান্ত।

আরো কত কথা, ছিল কহিবার,
সে কথা কহিব কাহারে,
যদি তুমি কোন সাড়া নাহি দাও,
কিছু না শুধাও আমারে।

বড় সাধ জাগে বলিতে তোমায়,
যাহা কিছু আছে বাকি,
বল একবার ওগো মোর প্রিয়া,
সে কথা শুনিবে নাকি।

কহিতে সময় লব নাকো বেশী,
করিব না তোমা শ্রান্ত,
কত কথা তোমায় বলেছিনু আমি,
শুনে শুনে ওগো হও নাই তুমি ক্লান্ত।

তরীখানি বাইবে বলে

তরীখানি বাইবে বলে
এসেছিলে সাথে,
ভাসিয়েছিলাম দরিয়াতে
বৈঠা লয়ে হাতে।

চলল তরী দুলে দুলে,
ঢেউএর তালে তালে,
কত যে গান গেয়েছিলাম,
দুজনেতে মিলে।

মাঝ দরিয়ায় এলে পরে,
ঘূর্ণি সে এক ঝড়ে,
কোথায় তুমি তলিয়ে গেলে,
স্রোতের মাঝে পড়ে।

শক্ত হাতে বৈঠা ধরি,
এমন শক্তি নাই,
তুমি ছাড়া এত শক্তি,
কেমন করে পাই।

কিবা তোমার মনে ছিল,
কিবা খুঁজে পেতে,
তরীখানি বাইবে বলে,
এসেছিলে সাথে।

আমার কাছে এসে আমার লাগিয়া

আমার কাছে এসে, আমার লাগিয়া
পেয়েছ কত না ব্যথা,
কত অপমান তুমি সয়ে গেছ প্রিয়
বল নাই কোন কথা।

জিনিতে সংসারে, দিয়েছিলে তুমি
যত তব ভালবাসা,
মুর্খ সংসার বুঝিল না তাহা
মেটাল না তব আশা।

কত যে স্বপ্ন দেখেছিলে তুমি
সাজাতে তোমার ঘর,
সাঙ্গ হোলো না সাজান তোমার,
জগৎ করিল পর।

নিবেদিত প্রেম করে নাই হেলা,
চায় নাই প্রতিদান,
তাইতো আজিকে চেয়েছি আমি যে,
মেটাতে তাহারই দাম।

আমাকে কোনদিন কেন জানালে না
তোমার মনের কথা,
আমার কাছে এসে, আমার লাগিয়া,
পেয়েছ কত না ব্যথা।

সারা রাত যার কথা ভেবে ভেবে

সারা রাত যার কথা ভেবে ভেবে
ঘুম নেই চোখে,
এই তো এসেছি আমি
একবারও বলে না সে মুখে।

যে নাম লেখা আছে
আমার এই বুকে,
সেই নাম মুছে দিতে
বলি বল কাকে।

ঝরা ফুলে সেদিন তো
মালা গাঁথিনি,
তবে কেন শুকাল সে,
না পোহাতে রজনী।

অস্তমিত চাঁদে হয়
রাতের অবসান,
আমার জীবনে সূর্য্য, কেন
হয় না উদীয়মান।

তাইতো আমায় উঠতে হবে
ঐ চাঁদ দেখে,
সারা রাত যার কথা ভেবে ভেবে
ঘুম নেই চোখে॥

তোমাকে হারাতে হবে

তোমাকে হারাতে হবে,
এ কথা কখন ভাবিনি।
এত ব্যাথা সহিতে হবে,
এ কথা কখন বুঝিনি।

এই তো সেদিন ছিলে,
তুমি আমার কাছে।
তোমার চুলের গন্ধে,
আজও বাতাস ভরে আছে

শপথ করেছিলে তুমি
আমায় ছুঁয়ে,
সারাটি জীবন কাটাবে
আমার হয়ে।

এখন তো সে কথার
নেই কোনো দাম,
করার থাকে না কিছু,
বিধি হলে বাম।

কেন যাও ফিরে এসো,
একবারও বলিনি,
তোমাকে হারাতে হবে
এ কথা কখনও ভাবিনি।

ওগো মোর প্রিয়তমা, তোমারে কাছেতে পেতে

ওগো মোর প্রিয়তমা
তোমারে কাছেতে পেতে
ছিল কত বাসনা।

কত নিশি ধরি তোমা
দেখেছি স্বপন,
কবে যে হইবে ওগো,
মোদের মিলন।

চেয়েছিনু আনিতে তোমা
করিয়া বরণ,
আদর সোহাগে তব
ভরাইতে মন।

আসিবে কি মম সাথে
ছিল মনে ভয়,
তখনও জানিতে না
মম পরিচয়।

অবশেষে একদিন
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে,
তোমারে পেয়েছিনু
আমার কাছেতে।

তখনই তো পেয়েছি গো
তোমার ঐ মন,
কত নিশি ধরি তোমা
দেখেছি স্বপন।

ও আমার ভালবাসার মন

ও আমার ভালবাসার মন,
কেঁদে ফেরে সে এখন,
ভাবে কোথায় গেলে ফিরে পাবে,
তার হারান সেই ধন।

মনে আসেনাতো তার,
ফিরে পাবে নাকো আর,
তার ভালবাসার ধন,
কেঁদে ফেরে সে এখন

কেঁদে তুমি ফিরো নাকো
ভেবনা সারাখন,
জীবন যুদ্ধ করতে হবে
নিয়ে কঠোর মন।

সেই যুদ্ধে জয়ী হলে,
দেখবে তখন তুমি,
দুঃখ সুখে এক হয়েছে,
কিছুই হারায়নি।

ও আমার ভালবাসার মন,
তুমি বুঝে দেখো গো এখন,
মিছে তুমি কেঁদে কেঁদে,
জলে ভরিও না নয়ন।

নাই আজ তুমি নাই

নাই আজ তুমি নাই।
বল মনের কথা
আমি কাহারে শুধাই।

যাবার বেলায় তুমি
কিছু বল নাই,
কি যে ব্যাথা ছিল তব
বুঝিতে না পাই।

খেলার ছলে গো তুমি
যদি বলিতে,
না দিতাম যেতে তোমায়
প্রান থাকিতে।

অবহেলা করে তুমি
চলে যাবে,
গাঁথা মালাখানি মোর
কেন শুকাবে।

চোখের জলেতে আমি
গেঁথেছি যে হার,
কাঁটা হয়ে বুকে এসে
ফুটিছে আমার।

আমার এ বুকে তব
ছিল না কি ঠাঁই,
মনের কথা আমি,
কাহারে শুধাই।
নাই আজ তুমি নাই।

তোমাকে যদি না দেখিতে পাই

তোমাকে যদি না
দেখিতে পাই,
তোমার ছোঁয়া যেন
বুঝিতে পাই।

ফাগুন রাতের মলয় বাতাসে,
যেন তোমার দেহের গন্ধ পাই।

আমি যে রয়েছি
কত আশায়,
হৃদয় ভরাবো
ভালবাসায়।

ভালবাসার মালা
যদি না পরিতে চাও,
ব্যাথা দিয়ে
হৃদয় ভরিয়ে দাও।

চোখের জল মোর
তুষার হোক,
ভুলিয়ে দিয়ে
তোমারই শোক।

তবুও তোমায় বলিতে চাই।
তোমার ছোঁয়া যেন বুঝিতে পাই।

তোমার যে নাম আমি লিখেছিলাম

তোমার যে নাম আমি লিখেছিলাম,
সে যে মুছে যায় বারে বার,
চোখের জলেতে হয়ে যায় একাকার।

কত মোহ মিশে আছে
ঐ নামেতে,
হৃদয় ব্যাথিত হয়
তাহা মুছিতে।

শয়নে, স্বপনে আর
নিশি জাগরণে,
মোহিত করিয়া রাখে
শুধু ঐ নামে।

তোমার আমার মাঝে
এত ব্যবধান,
নাম দিয়ে তার কিগো
হবে অবসান।

তোমাকে একথা আমি
শুধুই শুধালাম,
তোমার যে নাম
আমি লিখেছিলাম।

তোমার ঐ মিথ্যা ভালবাসা চাইনা আর

তোমার ঐ মিথ্যা ভালবাসা
চাই না আর,
যে শুধু বিষের জ্বালার মত
জ্বলে বার বার।

কথা ছিল এবার পূজায়,
নেবে চন্দ্র হার,
ভাঙ্গা কাঁচে গড়িয়ে দেব,
তোমায় অলঙ্কার।

আসল ছেড়ে মেকীতে
যখন তোমার পছন্দ,
মেকী নিয়ে কাটাও জীবন
করো আনন্দ।

বালির বাঁধে ঘর বেঁধে
লাভ কি আর।
ভালবাসার করব না
আর অহঙ্কার।

তাইতো তোমায় বলছি
আমি বারংবার,
তোমার ঐ মিথ্যা ভালবাসা
চাই না আর।

ভগবান হে ভগবান তুমি নাকি ভগবান

ভগবান, হে ভগবান, তুমি নাকি ভগবান,
তবে কেন কেড়ে নিলে, এক অমূল্য প্রাণ।
তুমি নাকি ভগবান॥

এ ভব সংসার মাঝে কত প্রাণী বিরাজে যে,
সময় হয়েছে যাদের কেন নিলে না তাদের,
অসময়ে নিয়ে গেলে এক অমূল্য প্রাণ।
তুমি নাকি ভগবান॥

লোকে বলে তুমি মঙ্গলময়।
তবে তার আজ দাও পরিচয়।
কি মঙ্গল করিবার তরে
কেড়ে নিলে মোর প্রাণ,
উত্তর না দিলে পাবে নাকো পরিত্রান।
তুমি নাকি ভগবান॥

ভক্ত যে জানে দিতে অভিশাপ,
ঈশ্বর বলে করে না সে মাপ।
যত তুমি কাঁদালে তাহারে,
শেল সম বিঁধিবে তোমারে।

অসময়ে কেড়ে নিলে এক অমূল্য প্রাণ।
তুমি নাকি ভগবান॥

চঞ্চল যৌবন মানে নাতো মন

চঞ্চল যৌবন, মানে নাতো মন,
কত তার আশা,
পেতে ভালবাসা।

ছুটিতে করে না দ্বিধা
মরীচিকা পিছে,
কেবল একটি ভাবনা
রাখিবে সে কাছে।

বিফলতা যদি আসে কোন কারণে,
থামিয়া যায় না সে তার জীবনে।

কোন দিন যদি মরীচিকা
হয় মরুদ্যান,
সেদিন সে করে না তো
কোন অভিমান।

আগাইয়া যায় সে
মিলনের তরে,
সফলতা নেমে আসে
তাহার অন্তরে।

ওগো প্রেমময়ী তুমি এসো প্রাণে

ওগো প্রেমময়ী
তুমি এসো প্রাণে,
তোমার বিরহ
ব্যথার অবসানে।

মম পিপাসিত প্রেম
তুমি কর গো পূরণ।
প্রেমমালা দিয়ে
তারে করিয়া বরণ।

মম শূন্য পাত্রখানি,
ভরাও সুধা রসে,
বিকশিত হও তুমি
আমার পাশে।

অঙ্গন ভরে যায়
নানা ফুল গন্ধে,
ভরুক হৃদয় মোদের
সুখ ও আনন্দে।

আজ মুখরিত হও
তব গানে গানে,
ওগো প্রেমময়ী
তুমি এসো প্রাণে।

এতকাল আশায় আশায়

এত কাল আশায় আশায়
বসে থাকিস কোন ভরসায়।

একবার গেলে পরে,
আর তো ফেরে নারে।

একথা বলবে কেরে,
শুধা তুই নিজেকেরে।

কারো কি জানা আছে,
গেলে পরে ফেরে কাছে।

তবে কেন ভাবিস্ মিছে,
শুধু তুই ছুটিস্ পিছে।

এইতো নিয়ম ভবে
একথা জানে সবে।

করিসনা মিছে আশা,
পাবি না কোন ভরসা।

এতকাল আশায় আশায়
বসে থাকিস্ কোন ভরসায়।

কতদিন আমি আর খেলিব একা

কতদিন আমি আর খেলিব একা,
শূন্য ঘরেতে এসে দাও গো দেখা।

যেমনটি রেখে গেছ
সবই আছে,
মনের চাবিটি শুধু
তোমারই কাছে।

জোৎস্নায় আলোকিত
হয় ফুলবন,
পুলকিত নয় কেবল
আমারই মন।

মনের এ দরজাটিকে
খুলে দিয়ে,
প্রবেশ করো গো তুমি
হাসি নিয়ে।

শূন্যতা কেটে যাক
পরশে তোমার
আবার লাগুক দোলা
প্রাণেতে আমার।

শেষ হোক ক্লান্তিতে
বসে থাকা
কতদিন আমি আর
খেলিব একা।

প্রেম আর ভালবাসায় গড়েছিল মোদের জীবন

প্রেম আর ভালবাসায়
গড়েছিল মোদের জীবন,
এখনি সাঙ্গ হবে
বুঝিনি তখন।

জীবনে চলার পথে
ছিল না বাধা,
হাসি আর গানে
ভরে থাকিত সদা।

চঞ্চল ছন্দে আসিতে যখন,
ময়ুর ময়ুরীরা দেখিত তখন।

কত সুর বাঁধা ছিল
মনের বীণায়,
গান হয়ে ভরে যেত
কানায় কানায়।

হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে বীণার তার,
করে দিল ছন্দ পতন,
প্রেম আর ভালবাসায়
গড়েছিল মোদের জীবন।

জীবনে নেমে এলো সন্ধ্যা

জীবনে নেমে এলো সন্ধ্যা,
আর তো ফোটে না রজনীগন্ধা ;

যখন ছিলে তুমি
এই ধরণীতে,
তখন ফুটিত ফুল
প্রতি রজনীতে।

সাথে করে নিয়ে গেছ
ফুল রেণু যত,
প্রজাপতি আসে নাকো
আগেকার মত।

মৌমাছির গুঞ্জন শুনিতে না পাই-
ভ্রমর ভ্রমরীর মিলন যে নাই।

বৃক্ষ সব হয়ে গেছে
একে একে বন্ধ্যা,
আমার জীবনে কেবল
নেমে এলো সন্ধ্যা।

মনে তো হয় না তুমি ভালবেসেছিলে

মনে তো হয় না
তুমি ভালবেসেছিলে,
ভুলে যাই তুমি কবে
কাছে এসেছিলে।

স্মৃতির পাতাগুলি
উড়ে যায় ঝড়ে,
নীরব কথা যত
আজ মনে পড়ে।

আমাকে ছেড়ে যেতে
কোন বাধা ছিল না,
চোখের ভাষাতেও
কিছু বলে গেলে না।

যতই আমাকে তুমি
ভুলে যেতে বল না,
মনে রেখো মন থেকে
ভোলা কভু যায় না।

ছলনায় তুমি যেগো ভুলিয়েছিলে,
মনে তো হয় না তুমি ভালবেসেছিলে।

আমার জীবন ভরা যত আঁখি জল

আমার জীবন ভরা, যত আঁখি জল,
সে তো তোমারই তরে,
তুমি ছাড়া আর, কে আছে আমার,
মুছে দেবে যতন করে।

নদী গিয়ে মেশে সাগরের সাথে
এ তো সবাই জানে,
তুমি কেন আজ আসিবে না ফিরে
মিশিতে আমায় প্রাণে।

সেদিন তো তুমি কত আশা নিয়ে
এসেছিলে আমার ঘরে,
দেখেছিলে কত আশার স্বপন
বেঁধেছিলে প্রেমডোরে।

জীবনের মূল্যখানি বুঝিতে পারিনি তখন,
আশা-নিরাশার খেলা শেষ হল যে কখন।

তাই তো বলিগো তোমায় দেখ সব মনে করে,
আমার জীবন ভরা যত আঁখি জল
সে তো তোমারই তরে।

জীবনে যে ভালবাসা দিয়ে তো গেলে না

জীবনে যে ভালবাসা দিয়ে তো গেলে না,
মরণে তাহা যেন দিয়ে যেও।

যে দুখ-নিশি কাটিতে চাহে না,
কেমনে কাটাব বলে যেও।

হৃদয়ে যত ক্ষত এঁকে দিয়ে গেছ,
পার তো তাহা ঢেকে দিও।

প্রাণের যে ভালবাসা ঝরেছে ফুল সম,
একটি একটি করে তুলে নিও।

মনের কোন সাধ বাকি থাকে যদি,
আমাকে তাহা বলে যেও।

মেটাতে সেই সাধ বলে যেও মোরে,
আমার কি আছে করনীয়।

জীবনে যে ভালবাসা দিয়ে তো গেলে না,
মরণে তাহা যেন দিয়ে যেও॥

তুমি চলে গেছ এক সীমাহীন অনন্তলোকে

তুমি চলে গেছ
এক সীমাহীন অনন্তলোকে।

যাবার বেলায়, দিয়ে গেছ মোরে,
বেদনাটুকু তোমার হৃদয় থেকে

করে গেছ মোরে,
দীন অতি দীন,
আবার কি জীবনে
আসিবে সুদিন।

যত ভাবি মনে
কোন ক্ষতি নাই,
মন তো মানে না
ফিরে পেতে চাই।

না পাওয়ার বেদনা তুমি তো বুঝিবে না
তুমি যে গো হৃদয়হীনা।

মুছে দিতে চাই না তব পরিচয়
আমার এ হৃদয় থেকে,

তুমি চলে গেছ এক সীমাহীন অনন্তলোকে॥

বন হরিণীর চকিত চপল ছন্দে

বন হরিণীর চকিত চপল ছন্দে,
এসেছিলে তুমি কত না আনন্দে।

পায়ের নূপুর তব বেজেছিল তালে তালে,
অনুরাগ টিপখানি এঁকেছিনু তব ভালে।

গেয়েছিলে তুমি সেদিন নিশীথে
কত যে প্রেমের গান,
শুনেছিনু আমি কণ্ঠে তোমার
কোকিলের কুহুতান।

কণ্ঠ তোমার নীরব আজিকে
হারায়েছে তব ভাষা,
স্বপ্ন আমার সত্য হল না
নিভে গেল সব আশা।

আর কি তুমি আসিবে না ওগো
আমার মনের অলিন্দে,
বন হরিণীর চকিত চপল ছন্দে॥

তুমি গো শোন না

তুমি গো শোন না,
মুখখানি তোল না।

বলিতে চাই যাহা,
তুমি কি শুনিবে তাহা।

যে কথা বলার লাগি,
দিবা নিশি ধরি জাগি।

শুনে যাও একবার,
বলব না বার বার।

ভাল তো লাগে না আর,
তোমার কাছে মানছি হার

তবু যদি সাড়া না দাও,
বুঝবো তোমার অহঙ্কার।

শুনে যাও তুমি একবার,
বলব না আর বার বার॥

তুমি নেই তাই আজ থেমে গেছে গান

তুমি নেই তাই আজ
থেমে গেছে গান,
তোমারই স্বপ্নে যে গো
ভ'রে ওঠে প্রাণ।

যেদিক দিয়ে গেছ তুমি
সেই পথেরই পরে,
পড়ে আছে শুকনো বকুল
দেখে অশ্রু ঝরে।

ঝরা ফুল কুড়িয়ে নিয়ে
গাঁথতে চাই যে মালা,
মনে হয় তাতেই হয়তো
জুড়াবে মনের জ্বালা।

অন্ধকার পথে আমায়
আলো দেখাবে কে,
সবাই যে আজ ব্যস্ত কাজে
ঘুমিয়ে আছে সে।

ঘুম ভাঙ্গাতে ভাবছি এবার
গাইব তোমার গান,
তোমারই স্বপ্নে যে গো
ভ'রে ওঠে প্রাণ।

সময় হয়েছে যার চলে যায় সে

সময় হয়েছে যার
চলে যায় সে,
স্মৃতি শুধু পড়ে থাকে
আর কিছু না যে।

স্মৃতির আড়ালে
কত কথা মনে পড়ে,
ভাবিতে বসিলে তাহা
জলে চোখ ভ'রে।

আমার ডাকেতে সে
যদি ফিরে চায়,
এই কথা মনে হলে
খুশীতে প্রাণ ভ'রে যায়।

তবু কেন শুধু শুধু
পথ চেয়ে থাকা,
চলে যাবে জেনেও
তারে ধরে রাখা।

মনে তো থাকে না ওগো
বলবে আমায় কে,
সময় হয়েছে যার
চলে যায় সে॥

জানি তুমি কাছে আসবে না

জানি তুমি কাছে আসবে না,
জানি তুমি ভালবাসবে না।

কি রকম ভাল বেসেছিলে,
কেনই বা ব্যথা দিয়ে গেলে।

যে দীপ নিজ হাতে
জ্বেলে দিয়েছিলে,
বল কেমন করে তাহা
নিভিয়ে দিয়ে গেলে।

প্রেম দিয়ে গাঁথা মালা
দিয়েছিলে পরায়ে,
জানিনা কি হল তোমার
কেন নিলে ফিরায়ে।

একি শুধু ছিল তব ছলনা,
মনের কথা কেন খুলে বল না,
আমি কি তবে তোমার হাতের খেলনা।

জানি তুমি কাছে আসবে না,
জানি তুমি ভালবাসবে না॥

আমি যে তোমারে চাই

আমি যে তোমারে চাই,
তুমি তো রবে না তাই।

ভালবাসা আমার মিছে নয়,
তাইতো হারাতে মনে জাগে এত ভয়

তারা ডুবে যাবে সূর্য্য উঠবে,
অমানিশি হবে ভোর।

পাখীর কূজনে মুখরিত হবে,
হৃদয় আকাশ মোর।

সূর্য্য আলোকে দূরীভূত হয়,
যত আছে মনে ভয়।

আলিঙ্গনে বাঁধিবো তোমারে,
করিব তোমারে জয়।

আমারে রোধিতে পৃথিবীতে আজ,
কাহারও সাধ্য নাই,
আমি যে তোমারে চাই।

প্রাণে তোমার সুর ছিল

প্রাণে তোমার সুর ছিল,
মনে আমার গান ছিল।

যে সুর ভেসে এলো
আলোকের বন্যায়,
সেও কি থেমে যাবে
আঁধারের কান্নায়।

ধুলো ভরা আঙ্গিনায়
ভুল শুধু ছড়ালো,
প্রাণের অঙ্গনে ব্যথা
শুধু ভরালো।

আমার প্রেমে আর তোমার গানে
সব ব্যথা ঢেকে যায়,
তোমাকে পেতে চাই
একান্ত নিরালায়।

যে সুর ভেসে আসে আলোকের বন্যায়
সেও কি থেমে যাবে আঁধারের কান্নায়

তোমার জন্য কাঁদবো না আর

তোমার জন্য কাঁদবোনা আর
করেছি যে পন,
হেসে খেলে এবার থেকে
কাটাবো জীবন।

ফুল ঝরে যায় গাছে থেকে
কেবা ফিরে দেখে,
পথিক তাকায় সমুখ পানে
ব্যস্ত সে যে থাকে।

কি হবে আর কেঁদে কেঁদে
অন্ধ করে চোখ,
তুমি তো গো আসবে না আর
ভোলাতে আমার শোক।

চাঁদ হাসে সূর্য হাসে
হাসে বন ফুল,
তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে
করবো না আর ভুল।

তুমি মিথ্যে সবই মিথ্যে
মিথ্যে যে স্বপন,
তোমার জন্য কাদবো না আর
করেছি যে পন।

আমার এমন যে কেন হ'লো

আমার এমন যে কেন হ'লো
আমি বুঝতে যে পারি না,
আমার এমন যে হবে
আমি ভাবতে ও পারি না।
এই বোঝা ভাবার শেষ কবে হবে
আমি তাও তো জানি না॥
প্রশ্ন করি তোমায়
তুমি কি বলতে পার ?
কেন এমন হোলো
তুমি কি বুঝতে পার ?
আমার মুখ বলছে মন বলছে
ভাব্না শুধু মিছে,
অদৃশ্য এক হাত রয়েছে
এ সকলের পিছে।
সামান্য এক মানুষ মোরা
মোদের কিছুই করার নাই,
ভাল মন্দের বিচারের ভার
তাকেই দিয়ে যাই।
যতই কেন বলি আমার
ও সে কিছুই রবে না,
আমার এমন যে হবে
আমি ভাবতে পারি না॥

বালুকা বেলায় তুমি বসেছিলে

বালুকা বেলায়
তুমি বসেছিলে,
সাগরের ঢেউ এসে
ধুয়ে দিল ও দুটি চরণ।

নীল সমুদ্র তোমায়
করে আহবান,
একাকী বসিয়া কেন
এই তরঙ্গ মাঝে করহ সিনান

দূর থেকে দেখি, পাখা মেলে বসে আছে
বিহঙ্গী মোর,
ছুটে যাই বাঁধিতে তাহারে
মেলে দুই বাহু ডোর।

উচ্ছসিত যৌবন তরঙ্গে
ভাসিলাম আমি,
দুরন্ত জলরাশি ঢেকে দিল
ফেনিল উচ্ছাসে।

আঁখি মেলে দেখি
কোথা সে,
ঘুম ঘোরে দেখেছি স্বপন,
জলে ভরে যায় আমার নয়ন।

আকাশেতে লক্ষ তারা

আকাশেতে লক্ষ তারা
আলোয় ভরা নয়,
তুমি আমার চোখের তারা
জানতো নিশ্চয়।

যেদিকে তাকাই শুধুই আঁধার
আমার নয়ন মণি নাই,
এমন মণি হারিয়ে
আমি কেমনে কাটাই।

দূরে গেছ তবু মনে হয়
আছো তুমি কাছে,
মনটা আমার তোমার পানে
সদাই পড়ে আছে।

আলো ছায়ার মাঝে যেন
তোমায় দেখতে পাই,
ও যে আমার চোখের ভুল
সত্য তুমি নাই।

তোমার কথা ভাবতে আমার
মনে জাগে ভয়,
আকাশেতে লক্ষ তারা
আলোয় ভরা নয়।

চিরকাল তো কেউ থাকে না বেঁচে

চিরকাল তো কেউ থাকে না বেঁচে
কেবল মাত্র স্মৃতি থাকে,
সবারে বাসলে ভাল
সবাই তাকে মনে রাখে।

দুঃখেতে যার জীবন ভরা
তাকে কত দুঃখ দেবে,
সাগরে বিছানা যার
শিশিরে তার কি করিবে

যতই তোমার নাম করি না
মনেতে কাটা ফুটিবে,
যতই তোমায় ভালবাসি না
সে তো ধূলায় লুটাবে।

তোমার আমার মাঝের সেতু
ভেঙ্গেছে এক প্রবল ঝড়ে,
কেমনে তা গড়বো বলো
সেই ঝড় না থামিলে।

সেই সুর পারি না শোনাতে

সেই সুর পারি না শোনাতে,
যা আছে বুক ভরা বেদনাতে।

যাবার বেলায় নিয়ে গেছ হায়
সবটুকু সুর আমার হৃদয় থেকে ॥

নিয়ে গেছ তুমি
মম স্বরলিপি খানি,
তাই তো কোন গান
গাহিতে পারি না আমি।

তুমি শুধু নিয়ে গেলে
দিলে না কিছু,
তাইতো তোমাকে আমি
ডাকি পিছু।

তুলে নাও বীণা বাজুক আবার,
মিটে যাক মনের সব হাহাকার।

যে সুরে বাজিবে বীণা,
সেই সুর লেখা আছে
নিয়ে যাওয়া স্বরলিপিতে
তাই তো পারি না শোনাতে ॥

সুন্দর তুমি কত সুন্দর

সুন্দর, তুমি কত সুন্দর।

আকাশ সুন্দর, বাতাস সুন্দর,
চাঁদ ও সুন্দর, ফুল ও সুন্দর,
সুন্দর এই পৃথিবী।

মায়াভরা এই পৃথিবীতে
তুমি ছিলে এক দরদী

হৃদয় মন্দিরে রেখেছিনু তোমা.
প্রেম ফুলে ওগো পূজেছিনু তোমা।

সে ফুল নিলে না
করে গেলে অবহেলা,
দরদী বলিয়া করেছিনু পূজা
তবে কেন এই খেলা।

আমি প্রেম ভালবাসা কিছুই বুঝি না

আমি প্রেম ভালবাসা কিছুই বুঝি না
জানি শুধু তোমাকে,
তোমার জন্য সবই পারি
পারি না শুধু ফিরাতে।

যদি তোমার জন্য কাঁদি
তবে আসবে নাকি তুমি ?
যদি তোমার জন্য ভাবি
ভালবাসবে নাকি তুমি ?

জানি আমি অনেক দোষে দোষী,
তবুও জেনো তোমায় ভালবাসি।
এখনও নয়ন মুদে দেখতে পাই
তোমার সেই মনভোলান হাসি।

মনে আমার অন্য চিন্তা নাই,
বল কেমন করে তোমারে কাছেতে পাই।

হৃদয়ে মোর আঘাত হেনে
নিঠুর কোরো না আমাকে,
আমি প্রেম ভালবাসা কিছুই বুঝি না
জানি শুধু তোমাকে।

মাঝ আকাশে মাথার উপর

মাঝ আকাশে মাথার উপর
চাঁদ যে দেখা যায়,
কখন সে যে হারিয়ে গেছে
তাকে কোথায় পাওয়া যায়
জ্যোৎস্না ভরা আকাশেতে
মেঘের চিহ্ন নাই,
সবাই কেমন ঘুমিয়ে আছে
সে তো শুধু নাই।
আর তো তোমরা কোন দিনও
তারে নাহি ডাকো,
তার কথা বললে পরে
চুপটি করে থাকো।।
অন্ধকারে ঘরের ভিতর
মাঝে মাঝে জোনাক জ্বলে,
তারা ভেবে আমি যে গো
তাকিয়ে শুধু রই।
ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে
চমকে বসি শয্যা পরে,
শুষ্ক কণ্ঠে ডেকে বলি
কই গো তুমি কই॥

কি দিয়ে গেলে ভেবে দেখো না

কি দিয়ে গেলে
ভেবে দেখো না,
কি নিয়ে গেলে
তাও ভেবে দেখো না।

ছিল কত হাসি মোর
কেড়ে নিয়ে গেলে,
ছিল যত ব্যথা তব
শুধু দিয়ে গেলে।

আমার মুখের হাঁসি
আর রবে না,
তোমার আমার দেখা
আর হবে না।

আমাকে তুমি আর
মনে রেখো না।
আমার কথা ভেবে
ব্যথা পেও না।

অকারণে ব্যথা পেয়ে
লাভ কি আছে,
আসিতে পারিবেনা তো
আমার কাছে।

যা দেবে বলেছিলে
দিয়ে তো গেলে না,
কি দিয়ে গেলে
ভেবে দেখো না।

বল কোথায় গেলে খুঁজে পাব তোমার ঠিকানা

বল কোথায় গেলে
খুঁজে পাব তোমার ঠিকানা,
সে তো আমার কাছে
আজও অজানা।

কেন তুমি ডাক আমায় বারবার,
কোন উপায় নেই আমার সেখানে যাবার।

একথা জেনেও তুমি
কেন কর আশা,
জান না কি পথ মোর
ঢেকেছে কুয়াশা।

সোজা পথ নেইকো আমার
সেখানে যাবার,
বাঁকা পথে যাবার যে
সাধ্য নেই আমার।

তুমি এসে হাত ধরে
নিয়ে চল আমায়,
কোন দিকে তাকাব না আর
শুধু ধরে থাকবো যে তোমায়।

একদিন তো আসবে ওগো
আমারও পরোয়ানা,
বল সে দিন কোথায় গেলে
খুঁজে পাব তোমার ঠিকানা।

প্রিয়তমা মোর উঠে পড়

প্রিয়তমা মোর উঠে পড়
আর কত ঘুমাবে এখন,
সূর্যমুখী যে ফুটিতে চায়
দেখিয়া তোমারই নয়ন।

খেলা তব সাঙ্গ হয়েছিল
না উঠিতে চাঁদ গগনে,
এসেছিলে কাছে দিয়েছিলে মালা
না জানি কোন অশুভ লগনে।

ঘুমায়ো না আর
এখনও মেটেনি আশা,
ভেঙ্গে যাক ঘর
আবার বাঁধিব বাসা।

বেলা যে বয়ে গেল
সূর্য্য যে অস্ত গেল,
প্রিয়তমা মোর উঠে পড়
আর কত ঘুমাবে বল।

নেই গো নেই গো নেই

নেই গো নেই গো নেই
আমার নয়ন মণি নেই,
সে দিনের সেই নিয়ে আসা
যৌবনেরই সাথি আমার নেই।

যখন আমি দাঁড়িয়েছিলাম
ছাঁদনাতলায় গিয়ে,
বেঁধেছিলে আমায় ওগো
সাতটি পাক দিয়ে।

কেমন করে ছিঁড়ল বাঁধন
ভেবে সারা হই,
ফিরবে না সে জেনেও তবু
পথ যে চেয়ে রই।

মোদের হাতে গড়া সংসারটা
চলছিল তো ভাল,
অন্ধকার ভরে গিয়ে
মিলিয়ে গেল আলো।

তারই হাতের পুতুল মোরা
আর তো কিছুই নই,
অন্ধকারে রাখলে পরে
অন্ধকারেই রই।

জট পাকানো জীবন সুতোর
হারিয়ে গেছে খেই,
নেই গো নেই গো নেই
আমার নয়ন মণি নেই।

এত করে ডাকছি তোমায়

এত করে ডাকছি তোমায়
তবু এলে না,
একদিন তো সঙ্গী ছিলে
যেন ভুলো না।

নিশি ভোরে আমি
কত যে গাহি গান,
শুনিতে এলে না ওগো
করে অভিমান।

বেল যুঁই বকুল যেগো
ডাকছে তোমায় হাতছানিতে,
মৌমাছিরা গুনগুনিয়ে চায় যে
তোমার গান শোনাতে।

হরিণ শিশু খেলা ছেড়ে
এদিক ওদিক চায়,
ভাবছে এবার এসে তুমি
হাত বোলাবে গায়।

এত জনের আশায় তুমি
দিয়েছ যে ছাই,
কেমন করে শাসন করি
ভেবে না যে পাই।

যদি পাই হাতের মাঝে
করবো না ক্ষমা,
এত করে ডাকছি তোমায়
তবু এলে না।

তোমার নয়নে দেখেছিলাম

তোমার নয়নে দেখেছিলাম
পূর্ণিমার চাঁদ,
রূপের মাধুরী নিয়ে
পেতেছিলে ফাঁদ।

শরতের আকাশ তো
দেখা যায় নীল,
তোমার আমার সাথে
হয়েছিল মিল।

এঁকেছিনু সিঁদুর-রেখা
সীমন্তে তোমার,
পেয়েছিনু প্রেমের পরশ
ওষ্ঠে আমার।

আনন্দ-অশ্রুতে ধুয়েছিল
চোখের কাজল,
আমার ভালবাসার বাঁধ যে
মানেনি আগল।

এত প্রেম-ভালবাসা
কোথায় রাখিলে,
সব কিছু ফেলে রেখে
তুমি চলে গেলে।

যতই বল না কেন
এ তোমার ফাঁদ,
আমি কিন্তু দেখেছিলাম
নয়নে তোমার পূর্ণিমার চাঁদ।

নির্ঝরিণী ঝর্না তুমি

নির্ঝরিণী ঝর্না তুমি
কোথায় বয়ে যাও,
দেশ বিদেশের মাটি কেন
ধুয়ে নিয়ে যাও।

কখনো তোমায় রঙ্গিন দেখি
কখন পরিষ্কার,
দূর থেকে তোমায় আমি
করি নমস্কার।

নানা দেশের লোক তোমায়
নানা রূপে দেখে,
কেউবা তোমায় গঙ্গা বলে
কেউবা পদ্মা বলে ডাকে

যোজন পথ চল্‌তে তুমি
ক্লান্ত হও না আর,
এত জিনিষ বহিতে তোমার
লাগে নাকো ভার।

পরের সাথে মিলতে তোমার
নেইকো কোন লাজ,
আমার কাছে থাকতে হলে
মাথায় পড়ে বাজ।

ওপার থেকে তুমি ওগো
আমার ভার নাও,
নির্ঝরিণী ঝর্না তুমি
কোথায় বয়ে যাও।

একি রূপ দেখি আজ

একি রূপ দেখি আজ
তোমার ভিতরে,
মানবী না দেবী তুমি
বুঝি না অন্তরে।

শান্ত সৌম্যা যেন
সে এক যোগিনী,
সম্বর মহিমা তব
ওগো কুহকিনী।

আমি যে এক সামান্য মানুষ,
ঐ রূপে দেখা দিয়ে
কোর না বেহুঁস

যে রূপ আঁকা ছিল
হৃদয়ে আমার,
সেই রূপে দেখা দাও
আসিয়া আবার।
খুলে ফেল গৈরিক বসন,
পর এসে প্রেমের ভূষণ।
দেখি তোমায় প্রিয়ারূপে
বাহিরে অন্তরে,
একি রূপ দেখি আজ
তোমার ভিতরে।

আজ মেতেছ তুমি ওগো

আজ মেতেছ তুমি ওগো
কোন খেলায়,
ভোলাতে চাও মন আমার
কোন অছিলায়।

কি মায়া এঁকেছ আজ
তোমার চোখে,
কত ব্যথা দিয়ে যাবে
আমার বুকে।

রামধনু রংএ কেন
রাঙ্গিয়েছ নিজেকে,
মনমোহিনীর ছলনায়
আমি ভুলছি না যে।

যদিও তুমি অনেক চেনা
তবুও তোমায় করছি মানা,
ছলচাতুরির পথটা তুমি
বেছে নিও না।

জীবনটা আমার শেষ কোরো না
এই অবেলায়,
আজ মেতেছ তুমি ওগো
কোন খেলায়।

ফুল ফোটে না যে

ফুল ফোটে না যে
বাতাস বহে না আর,
মনের যত ব্যথা
সে তো আমার।

স্বপনের দিনগুলি
ভরা ছিল অনুরাগে,
হৃদয়ের যত প্রেম
মিলিল যে পরাগে।

তোমার মায়া ভরা নদী তীরে
আমার মনতরী খুঁজে ফেরে।
খুঁজে খুঁজে আমি আজ
হয়েছি যে ক্লান্ত,
তোমার সুরধ্বনি করেছে
মোরে দিক্‌ভ্রান্ত।

চলিতে পারি না আর
আমি যে সাথী হারা,
সহিব কেমনে আজ
জীবন যে ব্যথা ভরা।

আমার এ বেদনাটুকু
ধরে রাখ মনেতে তোমার,
ফুল ফোটে না যে
বাতাস বহে না আর।

আমি তোমার আশায়

আমি তোমার আশায় বসে আছি,
থাকবোও বহুদিন,
নিশ্চয় এসে দেখা দেবে,
আমাকে একদিন।

যাদের কাছে আঘাত পেয়ে,
সহিতে পারলে না।
তুমি তাদের কোন দিনও
ক্ষমা কোরো না।

আবার তুমি ফিরে এসো,
আপন মাধুরীতে।
বেলের মালা পরিয়ে দেব,
তোমার কবরীতে।

নানা সাজে সাজাব তোমায়
থাকবে না তফাৎ,
তোমায় দেখে হিংসা করবে
ফুলশয্যার রাত।

তোমার কথা মনের মাঝে
থাকবে চিরদিন,
আমি তোমার আশায় বসে আছি
থাকবো ও বাকি দিন॥

১১

তুমি দূরে চলে গেছ

তুমি দূরে চলে গেছ তাই,
আমার বাঁশির সুরে
তোমাকে ফেরাতে চাই।
শ্যামের বাঁশির সুরে
রাধা তো আসে,
তুমি কেন আসিবে না
আমার পাশে।
দক্ষিণা বাতাস যে
বয়ে চলে ধীরে,
ফাগুন থাকিতে চায়
তোমাকে ঘিরে।
শুকতারা দেখা যায়
ভোরের আকাশে,
স্মৃতির ঢেউগুলি
ভেসে আসে বাতাসে।
তাহাকে রাখিতে ধরে
মনে জাগে আশা,
বেদনার কান্নায়
ভুলে যাই ভাষা।
ফেলে আসা দিনগুলি
কেমনে যে পাই,
আমার বাঁশির সুরে
তোমাকে ফেরাতে চাই

এখনো হয়নি যে ভোর

এখনো হয়নি যে ভোর
ছাড়ায়ে নিও না বাহুডোর।
আধঘুমে তোমারে দেখি
বুকেতে জড়ায়ে রাখি।

চলে যাবে মনে ভয়
ছিল যে তখন,
যেতে দেব না বলে
ধরেছি বসন।

যতই করো না তুমি
মম সাথে চাতুরী,
রবি, শশী তারা-রা
আছে যে প্রহরী।

জাগিয়ে দেবে মোরে
পবন ডেকে,
উঠিবে গর্জন সে যে
অশনী মেঘে।

কি ভাবছো তুমি ওগো
মোর মন চোর,
ছাড়ায়ে নিওনা ওগো
তব বাহুডোর।

ঘুমিয়েছিলাম বেশ তো ছিলাম

ঘুমিয়েছিলাম, বেশ তো ছিলাম,
কেন মোরে জাগালে ;
নিশি না পোহাইতে
পরশমণি ছোঁয়ালে।

কোথায় তুমি লুকিয়ে আছো
দেখতে নাহি পাই,
ঘুম ভাঙ্গালে জাননা কি
তোমায় আমি চাই।

মোদের মিলন ছায়া
পড়ে মাটির পরে,
দুজনাতে দেখি মোরা
একই নজরে।

আজ কায়া নেই—তাই
নেই তো ওগো ছায়া,
চিন্তা করে লাভ কি আছে
সবই শুধু মায়া।

তোমার দেওয়া সাজা আমি
মাথা পেতে নিলাম,
ঘুমিয়েছিলাম
বেশ তো ছিলাম।

শতদল মনেতে আঁকা

শতদল মনেতে আঁকা
নীল আকাশ মেঘেতে ঢাকা।
পাখীরা গাহে না তো গান,
থেমে গেছে হাসি কলতান।

লতাগুলি শুকিয়ে গেছে
ভেবে ভেবে তোমার কথা,
তুমি তো বুঝিবে না আর
কি যে তাদের ব্যথা।

একদিন তুমি তো ছিলে
ওদেরই সঙ্গে মিলে।
বেদনায় সব যে ঢাকা
শতদল মেঘেতে আঁকা।

তাহার মধুর মুখখানি

তাহার মধুর মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়।
কেবলই মনে পড়ে আলুলায়িত কুন্তলে,
বসে আছে একাকিনী ফুলের বাগিচায়।

তুলিতে নয়ন আঁকা চিবুকে তিলরেখা,
ললাট শোভিত হয় কুমকুম চন্দনে।

গলেতে ফুলের মালা বক্ষে করিছে খেলা,
কুচ যুগ শোভা পায় রঙ্গিন বসনে।

ধেয়ে যাই পাইবারে না পারি স্পর্শিতে তারে।

বলি তারে কে গো তুমি মৃণালিনী
এসেছো কি কাটাইতে এ মধুযামিনী।

ভাবি আমি একি মোর প্রিয়তমা নাকি কোন তিলত্তমা

হঠাৎ চমকি উঠি, কেবা যেন চলে যায়।
তাহার মধুর মুখখানি কখন কি ভোলা যায়।

কেমনে কাটাব বল

কেমনে কাটাব বল এই ভূবনে
নিরজনে ওগো নিরজনে ।
সাজান বাগান মোর শুকায়ে গেল
তুমি বিহনে ওগো তুমি বিহনে ।

দিবানিশি ধরি আমি
তোমারে ডাকি,
চলিয়া গিয়াছ দিয়ে
আমারে ফাঁকি ।

আসিবে না তুমি ওগো
করেছ কি পণ ?
হৃদয় মন্দিরে তব
পাতা যে আসন ।

একবার এসে তুমি
কর আলাপন,
আনন্দে ভরে উঠুক
পিয়াসী এ মন ।
কত কথা বসি ভাবি আনমনে,
নিরজনে ওগো নিরজনে ।

আমার মনের আকাশে

আমার মনের আকাশে
তুমি ছিলে শুকতারা,
তুমি বিহনে আজ
হয়েছি যে দিশহারা।

আকাশের তারাগুলি
মিটি মিটি জ্বলতো,
আমার কানে কানে
তোমার কথা বলতো।

তোমার পৃথিবী দূরে সরে গেছে
সাথে নিয়ে গেছে আলো,
আমার আকাশে সন্ধ্যা নেমেছে
জগৎ করেছে কালো।

পাখীরা সকলে বাসায় ফিরেছে
থেমেছে তাদের গান,
মনদীপ যে নিভে গেছে আজ
কে দেবে তাহাতে প্রাণ।

নিয়ে গেছ কেড়ে সব কিছু মোর
করে গেছ গৃহহারা,
আমার মনের আকাশে
তুমি যে গো শুক তারা।

অনেক দিনের অনেক স্মৃতি

অনেক দিনের অনেক স্মৃতি
আছে আমার মনে,
যা নেইকো তোমার কাছে
তা চাইবো কেমনে।

তোমার স্মৃতির ঝাঁপি থেকে
যদি কিছু চাই,
তুমি কি ফিরিয়ে দেবে
ভাবছি আমি তাই।

মরা গাছে তো ফোটে না ফুল
আবার কেন করছি যে ভুল।
কেন যে মন মানে না,
অপমানের লাজ থাকে না।

সব অভিমান ভুলে গিয়ে
ছুটে যেতে চায় যে মন,
যেতে তারে নিষেধ করি,
বোঝাই তারে প্রহর ধরি,
এ তো আর কিছুই নয়
এ যে শুধু বেনাবন।

অহেতুক আর ঘুরবো নাকো
তোমার পিছনে,
যা নেইকো তোমার কাছে
তা চাইবো কেমনে।

আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে

আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে
কাঁদে পশুপাখী,
আমিও যে কাঁদছি সদাই
দেখতে পাচ্ছ নাকি ?

তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে
অন্ধ হবে চোখ,
তবুও কি তোমার মনে
হবে নাকো শোক।

কি করলে আসবে নিঠুর
তোমার চোখে জল,
তোমার জন্য কাঁদে যেগো
বন ফুল ফল।

পৃথিবীতে কি জনম তোমার
কেবল কাঁদাতে,
কোন দিনও শিখবে নাকি
কারোকে হাসাতে।

তোমার জন্য কাঁদছে সবাই
সারা দিন রাতি,
আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে
কাঁদে পশুপাখী।

যদি না আস এপারেতে

যদি না আস এপারেতে
তোমার কথা শুনবো না,
যদি না ডাক ওপার থেকে
তোমায় কিছু বলবো না।

তুমি আসবে আমি যাব,
এই তো নিয়ম জেনো,
গুরুজনে বললে পরে
তার কথা শুনো।

আমার কথা শুনলে পরে
নেইকো কোন লাজ,
যেথায় থাক ফিরে এসো
আমার কাছে আজ।

অনেক দিনের অনেক কথা
জমা আছে মনে,
যখন তুমি আসবে ওগো
বলব তোমার কানে।

সংসারের ভার একা একা
বহিতে আমি পারব না,
যদি না আস এপারেতে
তোমার কথা শুনবো না।

আমার চোখে জল যদি না থাকতো

আমার চোখে জল যদি না থাকতো,
ওগো বৃষ্টি কোথায় পেতে,
তোমার মনে রং যদি না থাকতো,
ওগো আগুন কোথায় পেতে।

ঐ আগুনে জ্বলবো আমি
তাইতো ছিল মনে,
সে জ্বলা তো অনেক ভাল
দগ্ধে না ম'রে প্রাণে।

চাঁদ যদি না হাসি দিতো,
হাসি কোথায় পেতে,
আমি যদি না কাছে থাকতাম,
হাসি ভুলে যেতে।

ভ্রমর যদি না সুর দিতো
সুর কোথায় পেতে,
আমার ভালবাসার মণিহার
কেমনে পরিতে

যতই কেন আগুন থাকুক
তোমার মনেতে,
সে আগুন নিভিয়ে দেবো,
আমার চোখের জলের বৃষ্টিতে।

তুমি যাও কেন গো

তুমি যাও কেন গো
মোরে কাঁদায়ে,
ঘুমঘোরে ওগো মন বলে শুধু
সে গেছে আমারে ভোলায়ে

রিনি ঝিনি রিনি ঝিনি
নূপুর বাজে,
আমার মনেতে যেগো
ছন্দ জাগে।

সুর যেগো ভেসে আসে
ওপার থেকে,
গান হ'য়ে ফিরে যায়
এপারে এসে।

আমি কি পাঠাব ওগো
সেই সুরে গান,
শুনিতে থাকিবে কিগো
তব মনে স্থান।

যদি না সময় থাকে
শুনিতে সে গান,
জানায়ে দিলে যেগো
পাব পরিত্রান।

কোনদিন আঘাত কি
দিয়েছিনু তোমারে,
তবে কেন চলে যাও
কাঁদায়ে আমারে।

১৩

মরমে পরশ তোমার

মরমে পরশ তোমার
রেখে গেছ তুমি,
চোখেতে ভেসে ওঠে
তোমার মূরতিখানি।

কুঞ্জে কুঞ্জে ফোটে ফুল
থাকে থরে থরে,
সে ফুল শুকায়ে যায়
বেদনার ভারে।

মুখেতে হাসি থাকে
অন্তরে কান্না,
ও হাসি তো হাসি নয়,
তুমি কি গো বোঝ না।

অন্তর বেদনার
সাক্ষ্য তো থাকে না,
বুঝে নিতে হয় তাহা
কি দারুন যাতনা।

মুছে যাক মন থেকে
তোমার মুরতিখানি,
মরমে থাকুক পরশ
যা রেখে গেছ তুমি॥

এ জীবনে মোর যত কিছু কথা

এ জীবনে মোর যত কিছু কথা,
যতটুকু আঁখিজল,
তোমারি লাগিয়া থাকে যেগো,
থাকে যেগো অবিচল।

প্রথম জীবনে ছিলেনা তো তুমি,
ছিল নাকো ভালবাসা,
তোমারে পাইয়া প্রেম এসেছিল
মনে জেগেছিল আশা।

কত নিশি যে কেটেছিল ওগো,
দেখিয়া সুখের স্বপন,
হাসিতে গানেতে কাটিতো যে দিন,
খেলাতে ছিলে যে মগন।

যদি জানিতাম থাকিবে না তুমি
আমার জীবন বেলায়,
না যেতাম সেখানে, না আনিতাম ঘরে,
সেদিন সন্ধ্যা-বেলায়।

নারিনু তোমায় বাঁধিয়া রাখিতে,
ভেঙে গেছে মনবল,
তোমারি লাগিয়া থাকে যেগো
থাকে যে গো আঁখিজল।

দখিনা বাতাস বয়

দখিনা বাতাস বয় মৃদু মৃদু,
তোমার চোখেতে ছিল কত যে যাদু

এত ছলনা তুমি
শিখিলে কোথায়,
বলগো প্রিয়া মোর
বলগো আমায়।

মনের জানালা দিয়ে
চাঁদের কিরণ,
এসেছিল কেড়ে নিতে
আমার এ মন।

গেয়েছিলে গান তুমি
সেদিন রাতে,
চেয়েছিলে আমাকে গো
ঘুম পাড়াতে।

বুঝিনি সেদিন তোমার
মনের কথা,
ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে
রেখে বারতা।

ঠকাতে চেয়েছিলে মোরে
সাজিয়া সাধু,
তোমার চোখেতে ছিল
কত যে যাদু।

তোমার সাথে হল পরিচয়

তোমার সাথে ওগো হল পরিচয়
হঠাৎ তোমাকে দেখে,
তুমি কিগো ভালবেসেছিলে মোরে
মনের ভিতর থেকে।

মনের গভীরে এসেছিলে তুমি,
চোখের বাহির থেকে,
সুন্দর সেই মুখখানি তুমি
দিয়েছিলে হৃদে এঁকে।

এঁকেছিলে যদি ঐ মুখখানি
হৃদয়েতে আমার,
মুছে দিলে কেন এত তাড়াতাড়ি
সময় না হতে না পার।

জিজ্ঞাসি তোমায়, এই কথাগুলি
শোনগো ওপার থেকে,
তুমি কিগো ভালবেসেছিলে মোরে
মনের ভিতর থেকে।

মনের বেড়া ভেঙ্গে

মনের বেড়া ভেঙ্গে যেতে চায় তব কাছে,
মলয় বাতাস।
তোমার কুঞ্জ হতে চুরি করে সুরভিটুকু
দিতে চায় ভরিয়ে আকাশ॥

আকাশ তো ছেয়ে যায়
মেঘের ঘটায়,
ময়ূরীরা মেতে ওঠে
নাচের ছটায়।

রাঙ্গা মনের পরশ লেগে, ফুটেছে তোমার কুঞ্জবনে,
রাঙ্গা পলাশ।
মনের বেড়া ভেঙ্গে যেতে চায় তব কাছে,
মলয় বাতাস॥

তুমি আমায় যা দিয়ে গেছ

তুমি আমায় যা দিয়ে গেছ
ভুলে আমি যাব না
মনের মাঝে যা লুকিয়ে আছে
মুছে আমি ফেলব না।

তুমি ছিলে আলো করে,
চলে গেছ তাই আঁধার ঝরে।

ব্যথায় প্রাণ যে হুহু করে,
বেদনার অশ্রু ঝরে।

তোমার আলো আমার চোখে,
অনেক জ্বালা আমার বুকে।

তোমার ছাড়া কোন নাম
মনেতে আর রাখব না,
মনের মাঝে আছে যে নাম
মুছে আমি ফেলব না।

অনেক স্বপ্ন তো দেখা যায়

অনেক স্বপ্ন তো দেখা যায়,
অনেক কিছু তো আশা করা যায়।

স্বপ্ন কি সত্যে পরিণত হয় না ?
তোমার মনেতে কি প্লাবন ছিল না ?

তোমাকে ভাবিতে যখন
দিন কেটে যায়,
মনের বেদনা তখন,
অশ্রুতে পরিণত হয়।

প্রাণপাখী তো বশ মানে না
দেহের পিঞ্জরে,
মনপাখীও পোষ মানে না
মনের ভিতরে।

তোমাকে দেব না দোষ.
মনেতে রাখব না রোষ।

এ সবই আমার কর্মফল,
দিবারাত্র মনে জ্বলে দাবানল।

মনকে শাসন করে লাভ কি তায়,
অনেক স্বপ্ন তো দেখা যায়।

যাবার যদি ইচ্ছা হয়

যাবার যদি ইচ্ছা হয়
তো চলে যেও,
শুধু যাবার বেলায়
কিছু বলে যেও।

ভেবে নেব আমি
ভুল করে এনেছিনু তোমায়,
তাইতো ছিল না বাধা
ছেড়ে যেতে আমায়।

জীবনে চলার পথে
মানুষ তো করে থাকে ভুল,
গাছেতে কুঁড়ি ফোটে
সব কুঁড়ি হয় না তো ফুল।

মনেতে নয় আয়নাতে
দেখেছিলাম তোমার মুখ,
তাইতো জীবনে
পেলাম না কোন দুখ।

কিছু চাই না আমি আর
শুধু স্মৃতি রেখে যেও,
যাবার যদি ইচ্ছা হয়
তো চলে যেও।

ভালবাসা কি ধরে রাখতে হয়

ভালবাসা কি ধরে রাখতে হয় ?
সোনার খাঁচায় আটকে রাখার পাখী সে তো নয়।

বন্যার জলের মত ছুটে চলে যে,
গ্রীষ্মের প্রখর রোদেও শুকায় না তো সে।

ভালবাসার অনেক নাম
জান কি কখন,
কেউ বলে রজনীগন্ধা, কেউ বলে যুঁই,
আমি শুধু বলি, ও যে সুগন্ধি চন্দন।

বিরহের ভরা গাঙে,
ডোবে যখন মন,
ভালবাসা তলায় নাকো,
ভেসে থাকে সে তখন।

মন বল, হৃদয় বল,
তোমার যা কিছু সঞ্চয়,
সোনার খাঁচায় আটকে রাখার
পাখী সে তো নয়।

ফুল চন্দনে সেজেছিলে তুমি

ফুল চন্দনে সেজেছিলে তুমি,
সেদিন গোধূলি বেলায়,
গিয়েছিনু যেদিম ফুলমালা নিয়ে,
পরাতে তোমার গলায়।

দুহাত বাড়ায়ে ডেকেছিনু তোমায়,
আসিতে আমার বুকেতে,
আমার মনের মাধুরী মিশায়ে,
তোমারে বরণ করিতে।

ধরা দিয়েছিলে হৃদয়ে আমার
সেদিন শারদ নিশীথে,
গেঁথেছিলে মালা সারারাত ধরি
বসিয়া নিরবে নিভৃতে।

কত প্রেম আর ভালবাসা ছিল
প্রতিটি ফুলের স্তবকে,
হৃদয় আবেগে ধরেছিলে হাত
সঁপে দিয়েছিলে নিজেকে।

কে জানিত হায়,
ফুলমালা হবে কণ্টকহার
কালের করাল ছায়ায়,
গিয়েছিনু যেদিন ফুলমালা নিয়ে,
পরাতে তোমার গলায়।

আমাকে যেদিন তুমি ত্যাগ করে গেলে

আমাকে যে দিন তুমি ত্যাগ করে গেলে,
সেদিন আমার হাতে লেখনি তুলে দিলে।

শুরুতে ছিল যেগো মনেতে আবেগ,
কালের গতির মাঝে স্তিমিত সে বেগ।

লেখনিতে ঝরেছিল ব্যথা শুধু ব্যথা,
তবুতো হল না লেখা মনের সব কথা।

তোমাকে ভুলিতে যেগো নেমেছিনু পঙ্কে,
ভোলা তো গেলনা ওগো ভরিল কলঙ্কে।

কারোকে পারিবনা দিতে এই মন,
তাইতো ভবের চিন্তায় হতেছি মগন।

এত যে লিখলাম তবু করিলে অবজ্ঞা,
লেখনি আর ধরিবনা করেছি প্রতিজ্ঞা।

চোখের জলেতে আর মনের ভাষায়, ভরিয়েছি তোমার মন,
আমার গান ও কবিতার এখানেই হল সমাপন॥